দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JAN. 4 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

138

বৃহত্তর রংপুরে কিন্ডারগার্টেন ও প্রাইমারীতে অর্থের বিনিময়ে নিম্নমানের বই পাঠ্য করা হচ্ছে

রংপুর, ৩ জানুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে মফস্বলের বিভিন্ন জেলা ও থানাসমূহের বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেনসমূহে মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিম্নমানের পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন করা হচ্ছে। ফলে শিশু-কিশোররা যেমন একদিকে সঠিক ও মানসম্পন্ন শিক্ষাগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হবে, তেমনি শিক্ষক নামের কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হাতিয়ে নেবে মোটা অঙ্কের অর্থ। সম্প্রতি বৃহত্তর রংপুরের সৈয়দপুরে ১৩টি কিন্ডারগার্টেন নিয়ে গঠিত একটি সমিতি ঢাকার কয়েকটি প্রকাশনীর মাধ্যমে এক লাখ টাকার বিনিময়ে তাদের পাঠ্যপুস্তকসমূহ অনুমোদন করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, সরকারী, বেসরকারী, স্যাটেলাইট ও কমিউনিটি প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে বোর্ডের বইয়ের পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তকসমূহ বিদ্যালয়ে পাঠ্য করানোর ক্ষেত্রে সরকারী নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই তা মানা হচ্ছে না। আর বিভিন্ন জেলা ও থানায় ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা কিন্ডারগার্টেনগুলোতে বই পাঠ্য করার ক্ষেত্রে নেই কোন নীতিমালা। কেউ সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালসমূহে বোর্ডের বই বাধ্যতামূলক অনুমোদনের পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজী দ্রুতপঠন, ব্যাকরণসহ আরও কিছু পাঠ্যপুস্তক পাঠের জন্য বিদ্যালয়সমূহকে অনুমোদন দিয়ে থাকে। সে সব বইয়ের বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন থাকার বিধান থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অ-অনুমোদনকৃত এসব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাঠ্যতালিকাভুক্ত করে। এ ক্ষেত্রেও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রকাশনা সংস্থাগুলো থেকে গোপনে গ্রহণ করে থাকে বিভিন্ন গিফট বা ডোনেশন। আর কিন্ডারগার্টেনসমূহের জন্য টেক্সট বুক বোর্ডের কোন অনুমোদিত বই না থাকায় কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের জন্য তাদের সুবিধামাফিক পাঠপুস্তকসমূহ অনুমোদন করে থাকে।

জানা গেছে, গত ২৩ ডিসেম্বর নীলফামারী জেলার ১৩টি কিন্ডারগার্টেন নিয়ে গঠিত সৈয়দপুর কিন্ডারগার্টেন এ্যাসোসিয়েশন তাদের ১৩টি কিন্ডারগার্টেনে পাঠ্যপুস্তক অনুমোদনের জন্য ঢাকার ৯টি পুস্তক প্রকাশনীর কাছ থেকে সর্বনিম্ন ১০ হাজার থেকে শুরু করে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থের বা ডোনেশনের বিনিময়ে তাদের বইসমূহ অনুমোদন করায়।